ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইন)-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইন)-এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন— (১) এই আইন ব্যাংক-কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৩-এর সংশোধন—ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৩-এর—

(ক) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত 'এই আইনের' শব্দগুলির পর 'ধারা ৮-এর বিধান ব্যতীত' শব্দগুলি, শর্ত অংশে উল্লিখিত 'কোন সমবায় সমিতি' শব্দগুলির পর 'বা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান' শব্দগুলি, 'বাংলাদেশ ব্যাংক একইভাবে যে কোন সমবায় সমিতি' শব্দগুলির পর 'বা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'ঐ সকল সমিতিকে' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ঐ সকল সমিতি বা ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে' প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপধারা (২)-এ উল্লিখিত 'ধারা ২৭ক এবং ধারা ২৭কক' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ধারা ২৭ক, ধারা ২৭কক, এবং ২৭খ' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৫-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৫-এর—(ক) দফা (কক)-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (ককক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা—''(ককক) 'ঋণ' বলিতে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ৮ নং আইন)-এর ধারা ২-এর দফা (গ)-এ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী ঋণ বুঝাইবে'';

(খ) দফা (গগগ)-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (গগগগ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

''(গগগগ) 'ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণ গ্রহীতা (Wilful Defaulter)' অর্থ এইরূপ 'খেলাপি ঋণগ্রহীতা' যিনি—

(১) নিজের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে গৃহীত অথবা বেনামে বা অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির নামে গৃহীত ঋণ বা বিনিয়োগ বা অন্য কোনো আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার সুদ বা মুনাফা তাহার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা-অনুযায়ী পরিশোধ না করেন; বা

(২) ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক-কোম্পানির লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত হস্তান্তর বা স্থানান্তর করেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা-অনুযায়ী গৃহীত ঋণ পরিশোধ না করেন।'';

(গ) দফা (ণ)-এর 'অন্তর্ভুক্ত হইবে' শব্দগুলির পর দাড়ি (।) এবং এর পর 'তবে, ইহা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের ৪২ নং আইন)-এ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী 'কারখানা', 'দোকান', 'বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান', 'শিল্প', 'প্রতিষ্ঠান' বা 'শিল্প প্রতিষ্ঠান' বলিয়া গণ্য হইবে না' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(ঘ) দফা (ধ)-এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন দফা যথাক্রমে (ন) ও (প) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

''(ন) 'মানি লন্ডারিং' অর্থ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নং আইন)- এর ধারা ২-এর দফা (ফ)-এ প্রদত্ত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী মানি লন্ডারিং; এবং

(প) 'সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নসংক্রান্ত অপরাধ' অর্থ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ নং আইন)-এর ধারা ৭-এ বর্ণিত অর্থায়ন;''।

৪। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনে ধারা ৭-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৭-র উপধারা (৩)-এর পর নিম্নরূপ শর্ত অংশটি সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

''তবে শর্ত থাকে যে, সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে এই উপধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।''

৫। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনে ধারা ৮ক-এর সন্নিবেশ—উক্ত আইনের ধারা ৮-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

''৮ক। অধিকার ব্যতিরেকে 'ব্যাংক' বা তদুদ্ভূত অন্যান্য শব্দের ব্যবহারে দন্ড—ধারা (৮)-এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া যদি কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি ইহার নামের অংশ হিসাবে 'ব্যাংক' শব্দটি অথবা ইহা হইতে উদ্ভূত অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে যাহাতে উহাকে ব্যাংক-কোম্পানি হিসাবে মনে করিবার অবকাশ থাকে, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি এবং উহার ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট পরিচালকগণ বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী যে নামেই অভিহিত হউক উক্ত লঙ্ঘনের জন্য অনধিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা অনধিক সাত বৎসর কারাদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং উক্ত লঙ্ঘন অব্যাহত থাকিলে প্রত্যেক দিনের জন্য অনধিক ১ লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপিত হইবে।।''

৬। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ১০-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ১০-এর উপধারা (১)-এর পরে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা অংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

''ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, স্থাবর সম্পদ অর্জনের তারিখ বলিতে কোনো সম্পদ আইনগতভাবে স্বত্ব প্রাপ্তির পর দখল প্রাপ্তি এবং নামজারি যাহা পরে ঘটিবে উহার তারিখকে বুঝাইবে।''

৭। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ১৪ক-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ১৪ক-এর উপধারা (১)-এ উল্লিখিত 'কোনো ব্যক্তি' ও কমা (,)-এর পর 'প্রতিষ্ঠান বা' শব্দগুলি, 'বা কোনো পরিবারের সদস্যগণ' শব্দগুলির পর 'প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে' শব্দগুলি ও কমা (,) এবং 'উভয়ভাবে' শব্দটির পর 'বা সমষ্টিগতভাবে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৮। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ১৪খ-এর সংশোধন— উক্ত আইনের ধারা ১৪খ-এর—

(ক) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত 'কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি' শব্দগুলির পর 'বা কোনো পরিবারের সদস্যগণ' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'বা উভয়ভাবে' শব্দগুলির পরে 'বা সমষ্টিগতভাবে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপধারা (১)-এর পর নিম্নরূপ দুইটি শর্ত অংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

''তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যাংক-কোম্পানি অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানির উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক হইতে পারিবে না;

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো একটি ব্যাংক-কোম্পানির উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানির উল্লেখযোগ্য শেয়ারধারক হইতে পারিবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে কাহারও নিকট নির্ধারিত উল্লেখযোগ্য শেয়ারের অতিরিক্ত শেয়ার থাকিলে উক্ত সংশোধনী আইন কার্যকর হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে এই দফার শর্ত অংশে নির্ধারিত হারের অর্থাৎ শতকরা ৫ ভাগের অধিক শেয়ার হস্তান্তর করিতে হইবে''; এবং

(গ) উপধারা (২)-এর ব্যাখ্যা অংশে উল্লিখিত 'কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি' শব্দগুলি ও কমা (,) এর পরিবর্তে 'কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি বা কোনো পরিবারের সদস্যগণ' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং 'যৌথভাবে' শব্দটির পর 'বা উভয়ভাবে বা সমষ্টিগতভাবে' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৯। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ১৫-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ১৫-এর—

(ক) শিরোনামের পরিবর্তে নিম্নরূপ শিরোনাম প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

'পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী নিয়োগ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন';

(খ) উপধারা (৪)-এ উল্লিখিত 'নিযুক্তি' শব্দটির পর কমা (,) এবং 'পুনঃনিযুক্তি' শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপধারা (৪)-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপধারা (৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

''(৪ক) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করিলে উপধারা (৪)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উল্লিখিত পদসমূহে নিযুক্তি, পুনঃনিযুক্তি বা পদায়ন-এর পূর্বে নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে পারিবে।'';

(ঘ) উপধারা (৬)-এর দফা (অ)-এ উল্লিখিত 'থাকে' শব্দটির পর 'এবং তাহার বয়স ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বৎসর না হয়' সন্নিবেশিত হইবে;

(ঙ) উপধারা (৬)-এর দফা (এ)-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (ঐ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

''(ঐ) তাহার জাল-জালিয়াতি, আর্থিক অপরাধ বা অন্যবিধ অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অভিযোগ গঠন (Framing of Charge) করা হইলে অথবা তিনি উক্তরূপ কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত মর্মে কোনো নিয়ামক সংস্থা বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের তদন্তে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইলে'';

(চ) উপধারা (৬)-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপধারা (৬ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

"(৬ক) ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিম্নলিখিত আস্থার দায়িত্ব (Fiduciary Duty- duty of care, duty of loyalty) পালন করিবেন :

(অ) ব্যাংক ব্যাবসাসংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান মানিয়া অবহেলা বা গাফিলতি পরিহারপূর্বক বিচক্ষণতার সহিত তিনি কার্য সম্পাদন করিবেন যাহাতে তাঁহার কারণে ব্যাংক-কোম্পানি এবং ইহার আমানতকারীদের আর্থিক বা অন্য কোনোরূপ ক্ষতি সাধিত না হয় (duty of care);

(আ) তিনি সরল বিশ্বাসে, ব্যাংক-কোম্পানির প্রতি অনুগত থাকিয়া স্বার্থের সংঘাত পরিহারপূর্বক কার্য সম্পাদন করিবেন যেন তাঁহার নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপের স্বার্থসিদ্ধির স্থলে ব্যাংক-কোম্পানির ও ইহার আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় (duty of loyalty);

(ই) যে কার্য বা উদ্দেশ্যে তাহাকে ক্ষমতা প্রদান করা হইবে সেই কার্য বা উদ্দেশ্যেই তিনি প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন;"

(ছ) উপধারা (৭)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপধারা (৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :

"(৭) ব্যাংক-কোম্পানির প্রস্তাবিত পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিবেন যে,

(ক) তিনি উপধারা (৬), ক্ষেত্রমতো ধারা ১৫ঘ-এর বিধান-অনুসারে উল্লিখিত পদে নিযুক্ত হইবার অনুপযুক্ত নহেন; এবং

(খ) তিনি উপধারা (৬ক) অনুসারে সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনীত বা নির্বাচিত প্রার্থী নিযুক্তির ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করিবে।";

(জ) উপধারা (৮)-এ উল্লিখিত 'উপধারা (৬)' শব্দগুলির স্থলে 'উপধারা (৬) এবং (৬ক)' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঝ) উপধারা (৯)-এ 'অতিবাহিত হইবার পর' শব্দগুলির পর 'অন্যূন' শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(ঞ) উপধারা (৯)-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপধারা (৯ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

"(৯ক) উপধারা (৯)-এর বিধানসাপেক্ষে ব্যাংক-কোম্পানির পর্ষদের কাঠামো এইরূপ হইবে যাহাতে মোট পরিচালক সংখ্যার অর্ধেকের অধিক পরিচালক অর্থনীতি, বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রশাসন, আইন, তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক (Academic) জ্ঞানসম্পন্ন হইবেন।''

১০। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ১৫কক-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ১৫কক-এর উপধারা (১)-এ উল্লিখিত '২০১৭' এর পরিবর্তে '২০১৮' প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনে ধারা ১৫ককক-এর সন্নিবেশ—উক্ত আইনের ধারা ১৫কক-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ১৫ককক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

"১৫ককক। বিকল্প পরিচালক নিয়োগ, মেয়াদ ইত্যাদি—১) কোনো পরিচালকের অনুপস্থিতিতে তাহার বিকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রয়োজন হইলে ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ উক্ত পরিচালকের বিপরীতে একাধারে ৩ (তিন) মাসের জন্য বিকল্প পরিচালক নিযুক্ত করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, একই পরিচালকের বিপরীতে বৎসরে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বার বিকল্প পরিচালক নিযুক্ত করা যাইবে।

(২) বিকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিচালক নিয়োগ-সম্পর্কিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।''

১২। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ১৫খ-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ১৫খ এ—

(ক) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও উহার' শব্দগুলির পর 'পরিপালন, পর্ষদের কার্য সম্পাদন মূল্যায়ন ও সদস্যদের যোগ্যতা, উপযুক্ততা, মনোনয়ন, উন্নয়ন ইত্যাদি নীতি প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধানের' শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপধারা (৩)-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপধারা সংযোজিত হইবে, যথা :

''(৪) প্রত্যেক ব্যাংক-কোম্পানি উহার পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি নমিনেশন ও রেমুনারেশন কমিটি গঠন করিবে।''

১৩। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ১৭-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ১৭-এর উপধারা (৭)-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপধারা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

''(৭ক) এই ধারার আওতায় নোটিশ প্রাপ্ত কোনো পরিচালক নোটিশের কার্যক্রম চলমান থাকাকালে তাহার পরিচালক পদ হইতে পদত্যাগ করিলে উক্ত পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।''

১৪। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ২৩-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ২৩-এর উপধারা (১)-এ

(ক) দফা (ক)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :

''(ক) কোনো ব্যক্তি, ক্ষেত্রমতো, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি, কোনো ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক হইলে একই সময়ে তিনি অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিমা কোম্পানির পরিচালক থাকিবেন না বা ঐ প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি পরিচালক নিযুক্ত করিবে না;''

(খ) দফা (ক)-এর পর নিম্নরূপ নূতন পাঁচটি দফা (কক), (ককক), (কককক), (ককককক) ও (কককককক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

''(কক) কোনো ব্যাংক-কোম্পানির পর্ষদে অন্য ব্যাংক-কোম্পানির পক্ষে প্রতিনিধি পরিচালক নিযুক্ত হইতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক-কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির পক্ষে অন্য

ব্যাংক-কোম্পানিতে প্রতিনিধি পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে দফা (কক) প্রযোজ্য হইবে না।

(ককক) কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালক থাকা অবস্থায় তাহার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির পক্ষে অপর কোনো ব্যক্তি উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে প্রতিনিধি পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হইলে এবং উহার পাবলিক শেয়ারের পরিমাণ মোট শেয়ারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক হইলে উহার ক্ষেত্রে দফা (ককক) প্রযোজ্য হইবে না।

(কককক) কোনো ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির পক্ষে একের অধিক প্রতিনিধি পরিচালক নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

(ককককক) কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে অন্য কোনো প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধি পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

(কককককক) কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির পক্ষে মনোনীত বা প্রতিনিধি পরিচালকের ক্ষেত্রে পরিচালক নিয়োগ-সম্পর্কিত যোগ্যতা এবং উপযুক্ততার বিধানাবলি যেরূপ প্রযোজ্য হয় মনোনয়ন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির ক্ষেত্রেও সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।'';

(গ) দফা (খ)-এ—

(অ) উল্লিখিত 'বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে' শব্দগুলি এবং তৎসংলগ্ন কমা (,) বিলুপ্ত হইবে;

(আ) উপদফা (অ)-এ উল্লিখিত 'উপদেষ্টা' শব্দটির পর কমা (,) এবং এর পর 'পরামর্শক' শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(ই) উপদফা (আ)-এ উল্লিখিত 'উপদেষ্টা' শব্দটির পর কমা (,) এবং এর পর 'পরামর্শক' শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঈ) উপদফা (ঈ) বিলুপ্ত হইবে।

১৫। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ২৬-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ২৬-এর—

(ক) দফা (ঘ) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (ঙ)-এ উল্লিখিত ' বাংলাদেশ ব্যাংক' শব্দগুলির পর 'এর' শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) দফা (চ)-এর সর্বশেষে ''তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যাংক-কোম্পানি একই উদ্দেশ্যে একের অধিক সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠন করিতে পারিবে না;'' শব্দগুলি এবং কমা (,) ও দাড়ি (।) সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(ঘ) দফা (চ)-এর পর নিম্নরূপ চারটি নূতন দফা যথাক্রমে (ছ), (জ), (ঝ) ও (ঞ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

"(ছ) দফা (ঙ) এবং দফা (চ)-এ বর্ণিত উদ্দেশ্যে গঠিত সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, নিযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত নির্দেশনা-অনুযায়ী নিয়োগ নিশ্চিত করিতে হইবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততার শর্ত পূরণ না করিলে বা ভঙ্গ হইলে তাহারা সংশ্লিষ্ট পদে থাকিবার যোগ্যতা হারাইবেন;

(জ) এই আইনের ধারা ৩-এর উপধারা (৩)-এর অধীনে পরিচালিত পরিদর্শনে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বা ব্যাংক-কোম্পানির জন্য ক্ষতিকর বা অন্য কোনোভাবে অবাঞ্ছিত, তাহা হইলে উক্ত সাবডিয়ারি কোম্পানি বা ব্যাংক-কোম্পানির স্বার্থে বা জনস্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে;

(ঝ) এই ধারায় বর্ণিত উদ্দেশ্যে গঠিত কোনো ব্যাংক-কোম্পানির সাবসিডিয়ারি কোম্পানি যদি উহার উপর আরোপিত কোনো শর্ত ভঙ্গ করে বা ক্ষতিকর কোনো কার্যক্রমে লিপ্ত হয়, তাহা

হইলে উক্ত সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বা ব্যাংক-কোম্পানির স্বার্থে বা জনস্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক যে-কোনো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রদত্ত অনুমোদন বাতিল করিতে পারিবে;

(ঞ) যে উদ্দেশ্যেই সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠিত হউক না কেন, কোনো ব্যাংক-কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, নির্ধারিত হার বা পরিমাণের অধিক উহার সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করিতে পারিবে না।''

১৬। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ২৬ক-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ২৬ক-এর—

(ক) উপধারা (১)-এর ২য় শর্তাংশ নিম্নরূপ শর্তাংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :

"আরও শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক ব্যাংক-কোম্পানি এমনভাবে উহার পুঁজিবাজার বিনিয়োগ কোষ গঠন করিবে যাহাতে ধারণকৃত সকল প্রকার তালিকাভুক্ত শেয়ার, কর্পোরেট বন্ড, ডিবেঞ্চার, মিউচুয়াল ফান্ড ও অন্যান্য পুঁজিবাজার নিদর্শনপত্রের মোট বাজারমূল্য এবং পুঁজিবাজার কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত নিজস্ব সাবসিডিয়ারি কোম্পানি বা কোম্পানিসমূহ বা অন্য কোনো কোম্পানি বা কোম্পানিসমূহে প্রদত্ত ঋণসুবিধা, এবং পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে গঠিত কোনো প্রকার তহবিলে প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ সমষ্টিগতভাবে উহার আদায়কৃত মূলধন, শেয়ার প্রিমিয়াম, সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি ও রিটেইন্ড আর্নিংস-এর মোট পরিমাণের ২৫ (পঁচিশ) শতাংশের অধিক না হয়।''; এবং

(খ) উপধারা (৩)-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপধারা (৪) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

''(৪) অতালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার, মিউচুয়াল ফান্ড ও অন্যান্য পুঁজিবাজার নিদর্শনপত্রে ব্যাংকের বিনিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, সময়ে সময়ে, নির্দেশনা জারি করিবে।''

১৭। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ২৭-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ২৭-এর—

(ক) শিরোনামের পরিবর্তে নিম্নরূপ শিরোনাম প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :

''ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালকের অনুকূলে ঋণ ও অগ্রিম প্রদানের উপর বাধা-নিষেধ'';

(খ) উপধারা (২)-এর শেষাংশে উল্লিখিত ব্যাখ্যা-এর পর হাইফেন (-) এবং এর পর এক (১) সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(গ) উপধারা (২)-এর ব্যাখ্যা অংশ এর পর নিম্নরূপভাবে একটি নূতন ব্যাখ্যা সংযোজিত হইবে, যথা :

''ব্যাখ্যা-২ : এই ধারায় জামানত বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারিকৃত নির্দেশনায় নির্ধারিত যোগ্য জামানতকে (Eligible Collateral) বুঝাইবে।''

১৮। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ২৭ক-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ২৭ক-এ উল্লিখিত 'অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের' শব্দগুলির পর কমা (,) ও 'ক্ষেত্রমতো' শব্দটি ও কমা (,) সন্নিবেশিত হইবে এবং 'শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে পারিবে না' শব্দগুলি ও দাড়ি (।)-এর পর নিম্নোক্তশর্ত অংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

''তবে শর্ত থাকে যে, দেনাদার কোম্পানি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইলে এবং উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান খেলাপি হইলে উহার পরিচালকগণের উক্ত ঋণ খেলাপি হইবার বিষয়ে কোনো সম্পৃক্ততা না থাকিলে তাহার বা তাহাদের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিধান প্রযোজ্য হইবে না।''

১৯। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনে ধারা ২৭খ ও ২৭গ-এর সন্নিবেশ—উক্ত আইনের ধারা ২৭কক-এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন ধারা যথাক্রমে ২৭খ ও ২৭গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

''**২৭খ।—ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা-সম্পর্কিত শনাক্তকারী কমিটি (Identification Committee) এবং চূড়ান্তকরণ কমিটি (Confirmation Committee), ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণ গ্রহীতার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ ইত্যাদি**—(১) ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা শনাক্তকরণ এবং চূড়ান্তকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা-অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাংক-কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান একটি শনাক্তকারী কমিটি এবং একটি চূড়ান্তকরণ কমিটি গঠন করিবে।

(২) প্রত্যেক ব্যাংক-কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সময়ে সময়ে, ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণ গ্রহীতার তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করিবে।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীন প্রাপ্ত তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল ব্যাংক-কোম্পানি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিবে।

(৪) চূড়ান্তকরণ কমিটি কর্তৃক ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা হিসাবে চূড়ান্ত হইবার ফলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট আপিল পেশ করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের তালিকা প্রেরণ করিতে পারিবে এবং তাহাদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা, গাড়ি ও বাড়ি রেজিস্ট্রেশনে নিষেধাজ্ঞা, ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুতে নিষেধাজ্ঞা, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি অ্যান্ড ফার্মস (RJSC)-এর নিকট কোম্পানি নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইলে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো সম্মাননা পাইবার বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না এবং কোনো প্রকার পেশাজীবী, ব্যাবসায়িক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত কোনো কমিটির, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কোনো পদে অধিষ্ঠিত হইতে বা আসীন থাকিতে পারিবেন না।

(৭) ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা হিসাবে তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত তালিকা হইতে অব্যাহতি প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়, যাহা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক হইবে না, অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যাংক-কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হইবার যোগ্য হইবেন না।

(৮) কোনো ব্যাংক কোম্পানির কোনো পরিচালক ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা হিসাবে তালিকাভুক্ত হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক তাহার পরিচালক পদ শূন্য করিতে পারিবে।

২৭গ—ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা-সম্পর্কিত বিশেষ বিধান—ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানি নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে :

(ক) ধারা ২৭খ-এর উপধারা (১) ও (২)-এর অধীন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতা হিসাবে তালিকাভুক্ত হইলে এবং উপধারা (৪)-এর অধীনে উক্ত তালিকাভুক্তির বিরুদ্ধে আপিল পেশ করা না হইলে অথবা উপধারা (৪)-এর অধীনে পেশকৃত আপিল মঞ্জুর না হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানি উক্ত ঋণগ্রহীতাকে ২ (দুই) মাসের সময় প্রদান করিয়া তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত চাহিয়া নোটিশ প্রদান করিবে;

(খ) অন্য কোনো আইনে বা এই আইনের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপধারা (ক) মোতাবেক নোটিশ প্রাপ্তির পর ২ (দুই) মাসের মধ্যে ঋণগ্রহীতা তাহার নিকট প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানি অনতিবিলম্বে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ১২ ধারার বিধানমতে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির নিলাম অনুষ্ঠান করিবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কোম্পানি নিলাম কার্যক্রমের পাশাপাশি নিলাম বিক্রয় হউক বা না হউক, সম্পত্তির দখল গ্রহণের জন্য অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ১২(৫) এবং ১২(৫ক) ধারার বিধান-অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। নিলাম বিক্রয় সম্ভবপর না হইলে অনতিবিলম্বে অপরিশোধিত ঋণ আদায়ের জন্য অর্থঋণ আদালতের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(গ) ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উহার পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ফৌজদারি মোকদ্দমা দায়ের করিবে।''

২০। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ২৮-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ২৮-এর—

(ক) শিরোনামের পরিবর্তে নিম্নরূপ শিরোনাম প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :

'সুদ বা মুনাফা মওকুফের উপর বাধা-নিষেধ';

(খ) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত 'ঋণ বা উহার অংশ বা উহার উপর অর্জিত সুদ' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ঋণ বা বিনিয়োগের উপর আরোপিত বা অনারোপিত সুদ বা মুনাফা' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২১। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনে ধারা ২৮খ-এর সন্নিবেশ—উক্ত আইনের ধারা ২৮ক-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ২৮খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

''**২৮খ। ঋণ বা বিনিয়োগ মওকুফের উপর বাধা-নিষেধ**—কোনো ব্যাংক-কোম্পানি কোনো ঋণ বা বিনিয়োগের আসল বা মূল মওকুফ করিতে পারিবে না।''

২২। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনে ধারা ২৯ক-এর সন্নিবেশ—উক্ত আইনের ধারা ২৯-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ২৯ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

''২৯ক। জামানত মূল্যায়নকারী-সংক্রান্ত বিধান—ব্যাংক-কোম্পানির ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত (Collateral)-এর মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যোগ্য বলিয়া অনুমোদিত হইতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, সময়ে সময়ে, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।''

২৩। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৩৫-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৩৫-এর—

(ক) উপধারা (২)-এর দফা (ঘ)-এ উল্লিখিত 'তালিকা ১ (এক) বৎসর যাবৎ প্রকাশ করিবে' শব্দগুলির পর 'এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিষয়টি সর্বসাধারণের অবহিতকরণার্থে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের লিংক উল্লেখপূর্বক অন্যূন দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে' সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপধারা (৯)-এ উল্লিখিত ''উহাদের একটি তালিকা উক্ত ব্যাংক, সরকারি গেজেটে এবং অন্যূন দুইটি দৈনিক পত্রিকায়, প্রতি তিন মাসে একবার করিয়া অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এক বৎসর ধরিয়া প্রকাশ করিবে'' শব্দগুলি ও কমাগুলির (,) পরিবর্তে 'উহার একটি তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ১ (এক) বৎসর ধরিয়া প্রকাশ করিবে' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৩৭-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৩৭-এ উল্লিখিত 'প্রাপ্ত খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের তালিকা' শব্দগুলির পর 'এবং ধারা ২৭খ-এর আওতায় প্রাপ্ত ইচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের তালিকা' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৫। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৩৮-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৩৮-এর উপধারা (৪)-এর পর কোলন (:)-এর পরিবর্তে দাড়ি (।) প্রতিস্থাপিত হইবে এবং শর্ত অংশ বিলুপ্ত হইবে।

২৬। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৩৯-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৩৯-এর উপধারা (৫)-এর পর নিম্নরূপ উপধারা (৫ক) সংযোজিত হইবে, যথা :

''(৫ক) কোনো ব্যাংক-কোম্পানি নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি সম্পাদন করিতে তাহার বহিঃহিসাব নিরীক্ষককে সম্পৃক্ত করিবে না—

(অ) ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন (Appraisal or Valuation);

(আ) আর্থিক তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতির নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

(ই) বুককিপিং বা হিসাবরক্ষণ;

(ঈ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও বিশেষ নিরীক্ষা;

(এ) স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি করিবে এমন পরিষেবা।''

২৭। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৪২-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৪২-এ উল্লিখিত 'বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক ও একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রচার ও ব্যাংকের ওয়েবসাইটে' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ব্যাংকের ওয়েবসাইটে সহজে দৃশ্যমান স্থানে এবং একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায়' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৮। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৪৪-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৪৪-এর উপধারা (৭)-এর পর নিম্নরূপ দুইটি উপধারা (৮) ও (৯) সংযোজিত হইবে, যথা :

''(৮) ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাইয়ের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করিলে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার ব্যাবসাক্ষেত্র সরেজমিন পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(৯) বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, জনস্বার্থে ও আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার স্বার্থে অন্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা সরকারের কোনো সংস্থার অধীন ব্যাংক-কোম্পানির সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি-এর হিসাবপত্র, আর্থিক লেনদেন বা অন্য যে-কোনো তথ্য সংগ্রহ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উল্লিখিত হিসাবপত্র, তথ্য ইত্যাদি প্রদান করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা সরকারের সংস্থাকে অনুরোধ করিতে পারিবে।''

২৯। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৪৫-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৪৫-এর উপধারা (১)-এর দফা (গ)-এ উল্লিখিত 'কোনো ব্যাংক-কোম্পানির' শব্দগুলির পর 'আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য কিংবা' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩০। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৪৬-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৪৬-এর—

(ক) উপধারা (১)-এর 'ক্ষতিকর কার্যকলাপ' শব্দগুলির পর 'বা মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নসংক্রান্ত অপরাধ বা অন্য কোনো আইনের বিধান লঙ্ঘন বা নীতি-নৈতিকতার স্খলন বা আস্থার দায়িত্ব-সংক্রান্ত ধারা ১৫-এর উপধারা (৬ক)-এর বিধান লঙ্ঘন' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপধারা (৩)-এ উল্লিখিত 'তিনি উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি বা অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানির' শব্দগুলির পর 'বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(গ) উপধারা (৬)-এর পর নিম্নরূপ নূতন তিনটি উপধারা যথাক্রমে (৭), (৮) ও (৯) সংযোজিত হইবে, যথা :

''(৭) কোনো ব্যাংক-কোম্পানির চেয়ারম্যান বা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপধারা (১)-এর অধীন অপসারিত হইলে তাহার বা তাহাদের উক্তরূপ ক্ষতিকর বা লঙ্ঘনজনিত কার্যকলাপের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির যেরূপ আর্থিক ক্ষতি হইবে অপসারিত চেয়ারম্যান বা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেইরূপ আর্থিক ক্ষতি পূরণে বাধ্য থাকিবেন।

(৮) উপধারা (১) ও উপধারা (৭)-এর অধীন অপসারিত চেয়ারম্যান বা পরিচালকের নামে থাকা শেয়ার বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে;

(৯) উপধারা (১)-এর অধীন অপসারিত চেয়ারম্যান বা পরিচালকের বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষতিকর কার্যকলাপের কারণে কোনো ব্যাংক-কোম্পানির যেরূপ আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহা আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তাহার বা তাহাদের ব্যাংক হিসাবসমূহ অবরুদ্ধ এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।''

৩১। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৪৮-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৪৮-এর উপধারা (১)-এর পর নিম্নরূপ উপধারা (১ক) সংযোজিত হইবে, যথা :

''(১ক) উপধারা (১)-এর অধীন গঠিত স্থায়ী কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ দিতে পারিবে।''

৩২। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৪৯-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৪৯-এর উপধারা (১)-এর দফা (চ)-এ উল্লিখিত 'বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণভাবে সকল' শব্দগুলির পর 'তপশিলি' শব্দটি এবং 'ঋণ মওকুফ' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ঋণ বা বিনিয়োগের উপর আরোপিত ও অনারোপিত সুদ বা মুনাফা মওকুফ' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩৩। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৫৭-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৫৭-এর উপধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে।

৩৪। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৭৭-এর বিলুপ্তকরণ—উক্ত আইনের ধারা ৭৭ বিলুপ্ত হইবে।

৩৫। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনে নূতন ষষ্ঠ-ক খণ্ড-এর সংযোজন—উক্ত আইনের ষষ্ঠ খণ্ডের পর নিম্নরূপ নূতন ষষ্ঠ-ক খণ্ড সংযোজিত হইবে, যথা :

''ষষ্ঠ-ক খণ্ড

দুর্বল ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবস্থাপনা

৭৭ক। দুর্বল ব্যাংক-কোম্পানির পুনরুদ্ধার-সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি—(১) যদি কোনো ব্যাংক-কোম্পানি এইরূপ বিবেচনা করে যে, উহার বিদ্যমান আর্থিক অবস্থা অর্থাৎ উহার তারল্য, সম্পদ-এর গুণগতমান এবং মূলধন পরিস্থিতি বা উহার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (গভর্ন্যান্স) এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে, হারে ও পন্থায় তারল্য অবস্থা, সম্পদের গুণগতমান ও মূলধন সংরক্ষণ করা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না বা হইবে না এবং উহার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা এইরূপ দুরূহ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে উক্ত অবস্থা অচিরেই ব্যাংক-কোম্পানিটিকে আরও সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে উপনীত করিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে সেই মর্মে অবহিত করিবে; অথবা

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক যদি উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির পরিদর্শন প্রতিবেদন, উহার দাখিলকৃত নিয়মিত বিবরণী পর্যবেক্ষণ এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও নিরীক্ষকদের মতামত বিবেচনান্তে এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(ক) কোনো ব্যাংক-কোম্পানিকে দুর্বল ব্যাংক-কোম্পানি হিসাবে চিহ্নিতকরণ বা শনাক্তকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা-অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানিটি নির্ধারিত পরিমাণে, হারে ও পন্থায় উহার তারল্য, সম্পদ-এর গুণগত মান ও মূলধন সংরক্ষণ করিতে এবং আয় অর্জনে ক্রমাগতভাবে, যাহা দুই বৎসরের অধিক নহে, ব্যর্থ হইতেছে এবং উক্ত পরিস্থিতির কারণে উহার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা দুরূহ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং অচিরেই উহার আরও সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইবার ঝুঁকি বা আশঙ্কা রহিয়াছে; এবং বা অথবা

(খ) বিদ্যমান বিধি-বিধান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা লঙ্ঘন করিয়া উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এইরূপভাবে পরিচালিত হইতেছে যে, তাহাতে আমানতকারী, শেয়ারহোল্ডার এবং অন্যান্য অংশীজন-এর আর্থিক ক্ষতি হইবার ঝুঁকি আসন্ন এবং উক্ত ব্যাংক-কোম্পানিকে উন্নততর অবস্থায় উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আগাম পদক্ষেপ গ্রহণ (early intervention) প্রয়োজন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানিকে অবহিত করিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক উপধারা (১) এবং উপধারা (২)-এর অধীন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানিকে দুর্বল অবস্থা হইতে উত্তরণ এবং উহার যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে—

(ক) উক্ত ব্যাংক-কোম্পানিকে বাংলাদেশ ব্যাংক তাহার পর্যবেক্ষণ অবহিত করিয়া উহার তারল্য পরিস্থিতি, সম্পদের গুণগত মান, মূলধন ঘাটতি এবং পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাগত অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা (Recovery Action Plan) প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করিবে;

(খ) দফা-(ক)-এর অধীন প্রদত্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, যাহা অনধিক ৪৫ দিন, উহার তারল্য পরিস্থিতির পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা, খেলাপি ঋণ আদায় পরিকল্পনা, মূলধন ঘাটতি পূরণ পরিকল্পনা, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত পরিকল্পনা এবং উহার বিস্তারিত ও নির্ধারিত সময় (prescribed time), যাহা এক বৎসরের অধিক হইবে না, লক্ষ্যসহ একটি পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা (Recovery Action Plan) অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করিবে;

(গ) উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক প্রেরিত পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা বাংলাদেশ ব্যাংক, তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে, উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন

করিবে এবং অনুরূপভাবে অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখ হইতে কার্যকর হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানি হইতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় এবং ব্যাংক-কোম্পানির সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায়, প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক যে-কোনো সময় অনুমোদিত উক্ত কর্মপরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তন করিবে;

(ঘ) পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, তাহা বাস্তবায়নের বিষয়ে ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে, এই মর্মে অঙ্গীকারবদ্ধ হইবে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হইলে জনস্বার্থে বা আমানতকারীদের স্বার্থে বা উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার স্বার্থে বা দেশের সামগ্রিক ব্যাংক-ব্যবস্থার স্বার্থে এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা-অনুযায়ী উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির পুনর্গঠন (Restructuring) সম্পর্কিত যে-কোনো ব্যবস্থাদি, ক্ষেত্রমতো, অবসায়নের ব্যবস্থাদি গ্রহণসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত যে-কোনো সিদ্ধান্ত মানিতে বাধ্য থাকিবে;

(ঙ) দফা (গ)-এর অধীন অনুমোদিত পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানি, সময়ে সময়ে, বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিবে।

(৪) উপধারা (৩)-এর অধীন পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন অবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির উপর নিম্নোক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে; উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি—

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে নূতন কোনো ব্যাংক-ব্যবসায় নিয়োজিত হইতে বা ব্যাংক-ব্যবসায় সম্প্রসারণ করিতে পারিবে না;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত বাৎসরিক ভিত্তিতে উহার ঝুঁকি-ভিত্তিক সম্পদ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঋণ বা অগ্রিম) বৃদ্ধি করিতে পারিবে না;

(গ) নগদ মুনাফা বণ্টন করিতে পারিবে না, তবে স্টক ডিভিডেন্ড, রাইট শেয়ার প্রদানে উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না;

(ঘ) অতি দুর্বল বা সংকটাপন্ন ব্যাংক-কোম্পানির জন্য ধারা ৭৭খ-এর উপধারা (২)-এর দফা (ঘ)-এ বর্ণিত নিষেধাজ্ঞাসমূহ দুর্বল ব্যাংক-কোম্পানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে যদি উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা দাখিল করিতে ব্যর্থ হয় বা অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিতে ব্যর্থ হয় বা বাংলাদেশ ব্যাংক যদি মনে করে সফলভাবে উক্ত পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ৭৭খ-এর উপধারা (২)-এর দফা (ঘ)-এর নিষেধাজ্ঞাসমূহ সংশ্লিষ্ট দুর্বল ব্যাংক-কোম্পানির জন্য আরোপ করা প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা : এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দুর্বল ব্যাংক-কোম্পানি বলিতে এইরূপ ব্যাংক-কোম্পানিকে বুঝাইবে যাহা এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশানায় বর্ণিত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী দুর্বল ব্যাংক-কোম্পানি।

৭৭খ। সংকটাপন্ন ব্যাংক-কোম্পানির পুনরুদ্ধারসম্পর্কিত ব্যবস্থাদি—(১) যদি কোনো ব্যাংক-কোম্পানি এইরূপ বিবেচনা করে যে, উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির বিদ্যমান আর্থিক অবস্থা অর্থাৎ, উহার তারল্য, সম্পদ ও মূলধন পরিস্থিতি বা উহার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (গভর্ন্যান্স) এইরূপ সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে উহার পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বা আবশ্যক পরিমাণে, হারে ও পন্থায় সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নহে বা সম্ভবপর হইবে না এবং উহার দৈনন্দিন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা এইরূপ দুরূহ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে উক্ত অবস্থা বা পরিস্থিতি অচিরেই ব্যাংক-কোম্পানিটিকে আরও সংকটাপন্ন করিয়া উহাকে দেউলিয়া অবস্থায় উপনীত করিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে সেই মর্মে অবহিত করিবে; অথবা

(২) যদি ধারা ৭৭ক-এর অধীন ব্যাংক-কোম্পানির আর্থিক বা সামগ্রিক অবস্থার খুব দ্রুত অবনতি ঘটে কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক যদি কোনো ব্যাংক-কোম্পানির পরিদর্শন প্রতিবেদন, উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাংক-কোম্পানির নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও নিরীক্ষকদের মতামত বিবেচনান্তে এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত নির্দেশনা-অনুযায়ী কোনো ব্যাংক-কোম্পানি সংকটাপন্ন অবস্থায় পর্যবসিত হইয়াছে তাহা হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানিকে অবহিত করিবে; এবং

বাংলাদেশ ব্যাংক—

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানিকে উক্ত পরিস্থিতি হইতে উত্তরণের লক্ষ্যে একটি পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা (Recovery Action Plan) প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করিবে, যদি উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি ইতঃপূর্বে এইরূপ কর্মপরিকল্পনা বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল না করিয়া থাকে;

(খ) ইতঃপূর্বে অনুমোদিত কর্মপরিকল্পায় প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; অথবা

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ মনে করিলে ধারা ৭৭ঙ-এর উপধারা (৬)-এর নিষেধাজ্ঞাসমূহ সংকটাপন্ন ব্যাংক-কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য করিতে পারিবে;

(ঘ) সংকটাপন্ন ব্যাংক-কোম্পানির জন্য ৭৭ক-এর উপধারা (৪)-এ উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞার অতিরিক্ত নিম্নোক্ত নিষেধাজ্ঞাসমূহ আরোপ করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানি—

(অ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে গৃহীত বা গৃহীতব্য আমানতের উপর বিদ্যমান বাজার হারের অতিরিক্ত সুদ বা মুনাফা প্রদান করিতে পারিবে না;

(আ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ৭৭ক-এর উপধারা ৪-এর দফা (খ)-এ বর্ণিত সীমার নিম্নে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃনির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উহার ঝুঁকি-ভিত্তিক সম্পদ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ঋণ বা অগ্রিম) বৃদ্ধি করিতে পারিবে না। বৃহদাঙ্ক, ঝুঁকিপূর্ণ ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রদান করিতে পারিবে না;

(ই) ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সহিত কোনো লেনদেন বা সম্পদ হস্তান্তর করিতে পারিবে না;

(ঈ) কোনো ব্যাংক হইতে কোনো আমানত গ্রহণ বা গৃহীত মেয়াদি আমানতের নবায়ন বা মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে না; এবং

(এ) অলাভজনক শাখা বন্ধ করিতে হইবে বা নূতন শাখা স্থাপন করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা : এই ধারার অধীন সংকটাপন্ন ব্যাংক-কোম্পানি বলিতে এইরূপ ব্যাংক-কোম্পানিকে বুঝাইবে যাহা এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী সংকটাপন্ন ব্যাংক-কোম্পানি।

৭৭গ। বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনে—ধারা ৭৭ক-এর উপধারা (৪)-এর দফা (ক) ও (খ) এবং ধারা ৭৭খ-এর উপধারা ২-এর দফা (ঘ)-এর উপদফা (অ) ও (আ)-এর অধীন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদন প্রদান করিবে যদি—

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা ইতোমধ্যে অনুমোদন করিয়া থাকে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি উহার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে এবং ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জন করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে; এবং

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ব্যাংক-কোম্পানির প্রস্তাবিত কার্যক্রম (Action Plan) উহার কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৭৭ঘ। পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা দাখিলের আদেশ, পরিপালন ইত্যাদিতে ব্যর্থতার পরিণতি—যদি ধারা ৭৭ক বা ধারা ৭৭খ-এর অধীন সংশ্লিষ্ট দুর্বল বা সংকটাপন্ন ব্যাংক-কোম্পানি উহার পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা (Recovery Action Plan) সময়মতো দাখিল করিতে ব্যর্থ হয় কিংবা ধারা ৭৭ক বা ধারা ৭৭খ-এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরও ব্যাংক-কোম্পানির দুর্বল বা সংকটাপন্ন অবস্থার উত্তরণে ক্রমাগত ব্যর্থতা ও এতদ্‌বিষয়ে উহার পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনীহা বা নিষ্ক্রিয়তা বা অক্ষমতা অব্যাহত থাকে, কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত পুনরুদ্ধার কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ না করিয়া উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি উহার আমানতকারীদের স্বার্থবিরোধী কার্যক্রম অব্যাহত রাখে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক, উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি বা উহার আমানতকারী বা জনস্বার্থে নিম্নবর্ণিত যে-কোনো এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানিকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে—

(ক) ব্যাংক-কোম্পানির তারল্য পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে নূতন শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার বা পুঁজিবাজার হইতে মূলধন সংগ্রহ করা;

(খ) অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানির সহিত একত্রীকরণ;

(গ) ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বা উহার সাবসিডিয়ারি কোম্পানি-এর মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রম যাহা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ঝুঁকিপূর্ণ মর্মে বিবেচিত হয় তাহা পরিবর্তন, হ্রাস বা বন্ধ করা;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ঝুঁকিপূর্ণ মর্মে বিবেচিত হইলে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির সাবসিডিয়ারিসমূহের উপর উহার ক্ষমতা, অধিকার ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণ স্থগিত কিংবা অবসায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রশাসক নিয়োগ করা;

(চ) উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ বা উহার সদস্যকে এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা (Senior Management) কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তাকে অপসারণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নূতন পরিচালনা পর্ষদ গঠন, পুনর্গঠন ও নূতন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাসহ ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা (Senior Management) কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা; এবং

(ছ) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করিলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির সংকটাপন্ন অবস্থার উত্তরণের লক্ষ্যে এই ধারায় বর্ণিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার অতিরিক্ত হিসাবে এই আইনে বর্ণিত অন্য যে-কোনো এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭৭ঙ। গুরুতর সংকটাপন্ন ব্যাংক-কোম্পানির জন্য বিশেষ ব্যবস্থাদি—(১) যদি কোনো ব্যাংক-কোম্পানি এইরূপ বিবেচনা করে যে, উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির বিদ্যমান আর্থিক অবস্থা অর্থাৎ উহার তারল্য, সম্পদ ও মূলধন পরিস্থিতি, বা উহার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাগত অবস্থা বা পরিস্থিতি (গভর্ন্যান্স) এইরূপ গুরুতর সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, উহার পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত বা আবশ্যক পরিমাণে, হারে ও পন্থায় সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নহে বা সম্ভবপর হইবে না এবং উহার দৈনন্দিন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা এইরূপ দুরূহ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে উক্ত অবস্থা বা পরিস্থিতির কারণে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি দেউলিয়া (insolvency) হইবার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে সেই মর্মে অবহিত করিবে; অথবা

(২) যদি ধারা ৭৭ক বা ৭৭খ-এর অধীন দুর্বল বা সংকটাপন্ন ব্যাংক-কোম্পানির সার্বিক অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হইয়া উহা দেউলিয়া হইবার অবস্থায় উপনীত হয়; অথবা

(৩) যদি বাংলাদেশ ব্যাংক উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন, উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী পর্যবেক্ষণ (অফসাইট মনিটরিং ও পর্যবেক্ষণ বা Surveillance, Composite Rating CAMELS) এবং ব্যাংক-কোম্পানির নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও নিরীক্ষকদের মতামত বিবেচনান্তে এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, কোনো ব্যাংক-

কোম্পানির বিদ্যমান আর্থিক অবস্থা অর্থাৎ তারল্য অবস্থা, সম্পদের গুণগতমান, মূলধন পরিস্থিতির অবনতি এবং উহার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাগত অবস্থা বা পরিস্থিতি এইরূপ সংকটাপন্ন হইয়াছে যে, উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি দেউলিয়া হইবার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের বিধিবিধান ও নির্দেশনা অনুসরণ করিয়া উহার পক্ষে ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভবপর হইবে না বা পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনার নিষ্ক্রিয়তা থাকিবার বা সক্ষমতা না থাকিবার কারণে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির আর্থিকসহ সার্বিক অবস্থা উত্তরণের সম্ভাবনা ক্ষীণ, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানিকে অবহিত করিবে।

(৪) কোনো ব্যাংক-কোম্পানি গুরুতর সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানিতে এই আইনের ধারা ৪৭-এর বিধান-অনুযায়ী প্রশাসক নিয়োগ করিবে।

(৫) উক্ত ব্যাংক-কোম্পানিতে প্রশাসক নিযুক্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত গুরুতর সংকটাপন্ন ব্যাংক-কোম্পানির উপর ধারা ৭৭ক এবং ৭৭খ-এ বর্ণিত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে।

(৬) বাংলাদেশ ব্যাংক গুরুতর সংকটাপন্ন ব্যাংক-কোম্পানির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কার্যাবলি হইতে বিরত থাকিবার জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে—

(ক) নূতন আমানত গ্রহণ;

(খ) উহার কোনো সাব-অর্ডিনেটেড ডেট (Subordinated debt) বা পারপেচুয়াল সাব-অর্ডিনেটেড ডেট (Perpetual Subordinated debt) বা মূলধন বৈশিষ্ট্যের সিনিয়র ডেট (Senior debt)-এর আসল বা সুদ পরিশোধ;

(গ) নূতন বিনিয়োগ, অধিগ্রহণ, সম্প্রসারণ, সম্পদের বিক্রয়, কিংবা এমন কোনো লেনদেন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যাহা উহার স্বাভাবিক ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড নহে বা যেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ আবশ্যক; কিংবা

(ঘ) উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির হিসাবায়ন পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা : এই ধারার অধীন গুরুতর সংকটাপন্ন ব্যাংক-কোম্পানি বলিতে এইরূপ ব্যাংক-কোম্পানিকে বুঝাইবে যাহা এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত সংজ্ঞার্থ-অনুযায়ী গুরুতর সংকটাপন্ন ব্যাংক-কোম্পানি।

৭৭চ। স্থায়ী কমিটি গঠন—(১) এই অধ্যায়ের অধীন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং সামগ্রিক আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে উহার পুনর্গঠন বা একত্রীকরণ কিংবা অধিগ্রহণ কিংবা অবসায়ন অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা ও কর্মপন্থার বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীন গৃহীতব্য কার্যক্রমের কারণে বিদ্যমান ব্যাংকিং ব্যবস্থায় জনগণের আস্থায় বিরূপ প্রভাব এবং দেশের আর্থিক খাতের সম্ভাব্য সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনান্তে উপধারা (১)-এর অধীনে গঠিত কমিটি সুপারিশ প্রদান করিবে এবং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক উহার পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির বিষয়ে নিম্নোক্ত যে-কোনো এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে :

(ক) ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসায় সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা (moratorium);

(খ) ব্যাংক-কোম্পানির পুনর্গঠন (Restructuring);

(গ) অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানির সহিত একত্রীকরণ (Merger and Acquisition);

(ঘ) বেইল-ইন (bail-in);

(ঙ) অন্য ব্যাংক-কোম্পানির নিকট সম্পদ বিক্রয় এবং তৎকর্তৃক দায় গ্রহণ (Purchase and Assumption);

(চ) লাইসেন্স বাতিল; এবং

(ছ) অবসায়ন (Liquidation)।

৭৭ছ। ব্যাংক-কোম্পানির সংকটাপন্ন অবস্থার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ—(১) এই অধ্যায়ের অধীন কোনো ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের দায়ী সদস্য বা ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা বা ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত অন্য কোনো ব্যক্তি, যদি—

(ক) এই অধ্যায়ের অধীন কোনো বিধান লঙ্ঘন করে বা এই আইনের অধীন কোনো বিধান লঙ্ঘন করে কিংবা এই অধ্যায়ের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশ বা আরোপিত শর্ত কিংবা সম্পাদিত কোনো চুক্তির শর্ত বা কর্তব্য পালন করিতে ব্যর্থ হয়; কিংবা

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির জন্য ক্ষতিকর বা উহার আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থি কার্যে লিপ্ত হয়;

(২) তাহা হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক, উপধারা (১)-এর দফা (ক)-এ বর্ণিত আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘনের জন্য বা দফা (খ)-এ বর্ণিত ব্যাংক-কোম্পানি বা আমানতকারীদের জন্য ক্ষতিকর কার্যকলাপ রোধকল্পে প্রয়োজন মনে করিলে—

(ক) এই আইনের অধীন অন্যান্য শাস্তিমূলক বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানি বা ব্যক্তিকে লিখিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক উপধারা (২)-এর দফা (খ)-এ বর্ণিত জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি বিবেচনা করিবে—

(ক) বিধি-বিধান লঙ্ঘনের ধরন ও উহার গুরুত্ব;

(খ) উক্ত লঙ্ঘনের কারণে ব্যাংক-কোম্পানি বা উহার আমানতকারীদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বা জনস্বার্থের উপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব;

(গ) উক্ত লঙ্ঘন ইচ্ছাকৃতভাবে বা পুনরাবৃত্তি হইয়াছে কি না; এবং

(ঘ) লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি বা ব্যাংক-কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা।

৭৭জ। অপসারণ আদেশ—(১) এই অধ্যায়ের অধীন যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বা ব্যাংক-কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার্থে যদি বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের কোনো সদস্য অথবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক ধারা ৭৭ছ-এর উপধারা (১)-এ বর্ণিত লঙ্ঘন সংঘটিত হইয়াছে এবং উক্ত কারণে তাহার বা তাহাদের পদে থাকা ব্যাংক-কোম্পানি বা উহার আমানতকারীদের জন্য ক্ষতিকর, তাহা হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক তাহাকে বা তাহাদেরকে পদ হইতে অপসারণের বিষয়ে লিখিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নবর্ণিত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে :

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ;

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ;

(গ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধারণকৃত সকল শেয়ার বা শেয়ারের অংশ হস্তান্তর করা বা বিক্রয় করা; এবং

(ঘ) অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিমা কোম্পানির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

৭৭ঝ। ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত বা দায়ী ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা—(১) এই অধ্যায়ের অধীন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির কোনো ব্যক্তি যদি ফৌজদারি অপরাধ কিংবা মানি লন্ডারিং কিংবা অন্য কোনো আইনের বিধান লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত হন, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ যথাযথ কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক তাহাকে তাহার পদ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণের বিষয়ে লিখিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(২) উপধারা (১)-এর অধীন কোনো ব্যক্তি যদি ফৌজদারি অপরাধ কিংবা মানি লন্ডারিং কিংবা অন্য কোনো আইনের বিধান লঙ্ঘনের কারণে দন্ডিত হন, তাহা হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক তাহাকে অপসারণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীনে অপসারিত উক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ধারা ৭৭জ-এর উপধারা (২)-এ বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে।

৭৭ঞ। অপসারিত ব্যক্তির শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ এবং বিক্রয় বা হস্তান্তর—ধারা ৭৭জ বা ধারা ৭৭ঝ-এর অধীন অপসারিত ব্যক্তির শেয়ার বিক্রয় বা হস্তান্তরের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিপালন না করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত শেয়ার বাজেয়াপ্ত করিয়া বিক্রয় বা হস্তান্তর করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭৭ট। আদেশ প্রদানের প্রক্রিয়া—(১) এই অধ্যায়ের অধীন আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা ব্যক্তিকে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিবার জন্য অনধিক ১৫ (পনেরো) দিনের সময় প্রদান করিয়া নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) যদি ধারা ৭৭ক এবং ধারা ৭৭খ-এর অধীন কোনো ব্যাংক-কোম্পানি উহার সংকটাপন্ন অবস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা প্রেরণের আদেশ-সংক্রান্ত নোটিশ প্রদানের ক্ষেত্রে নোটিশপ্রাপ্ত ব্যাংক-কোম্পানিকে উহার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সুযোগ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না। তবে ধারা ৭৭ক, ৭৭খ এবং ধারা ৭৭ঘ-এর অধীনে ব্যাংক-কোম্পানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ বা পরিচালনা পর্ষদ বাতিল বা পরিচালক, কর্মকর্তাদের অপসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক নোটিশপ্রাপ্ত ব্যাংক-কোম্পানি বা ব্যক্তিকে উহার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীন নোটিশপ্রাপ্ত ব্যাংক-কোম্পানি বা ব্যক্তির বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ধারা ৭৭চ-এর অধীনে গঠিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আদেশ প্রদান করিবেন।

৭৭ঠ। সাময়িক অপসারণ আদেশ—ধারা ৭৭ট-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অনুরূপ সুযোগ প্রদানজনিত বিলম্ব উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি বা উহার আমানতকারী বা জনস্বার্থে ক্ষতিকর হইবে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদানের সময়ে বা উহার পরে যে-কোনো সময় বা উক্ত ধারার অধীন কোনো কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকিলে, তাহা বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায়, লিখিত আদেশের মাধ্যমে, এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারিবে যে—

(ক) নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি উল্লিখিত আদেশ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে তাহার পদে নিযুক্ত থাকিয়া কার্য করিবেন না, বা কোম্পানির ব্যবস্থাপনায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, অংশগ্রহণ করিবেন না; এবং

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক এতদুদ্দেশ্যে যে ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে নিযুক্ত করিবে সেই ব্যক্তি উক্ত কোম্পানির পরিচালক বা চেয়ারম্যান বা প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৭৭ড। ব্যাংক হিসাব, সম্পদ, সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ ও বাজেয়াপ্তকরণ—(১) এই অধ্যায়ের অধীন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানি বা ইহার ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বিষয়ে যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ চলমান থাকা অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি বা আমানতকারী বা জনস্বার্থে উহার বর্তমান

ও প্রাক্তন পরিচালক, ব্যবস্থাপনা-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা অন্য যে-কোনো ব্যক্তি বা উল্লিখিত ব্যক্তিদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব সাময়িক অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত অবরুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা তাহাদের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, সম্পত্তি অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক, এই অধ্যায়ের অধীন গৃহীত ব্যবস্থা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ সাময়িক অবরুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এর অধীন ব্যাংক-কোম্পানি বা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ প্রমাণিত হইলে উপধারা (১)-এর অধীনে অবরুদ্ধ সম্পদ, সম্পত্তি বা ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক উহার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭৭ঢ। আপিল—(১) এই অধ্যায়ের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কোনো আদেশের ফলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক-পর্ষদের নিকট আপিল করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে উক্ত পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অধ্যায়ের অধীনে গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, আদেশ বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবে না এবং অনুরূপ কোনো ব্যবস্থা, আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের সমক্ষে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন বা কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৭৭ণ। ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসায় সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার (moratorium) আদেশ—(১) ধারা ৭৭চ-এর অধীন স্থায়ী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যাংক-কোম্পানির সামগ্রিক আর্থিক এবং পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাগত অবস্থা বিবেচনা করিয়া, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা কোনো চুক্তি বা অন্য কোনো দলিলে যাহাই থাকুক না কেন, জনস্বার্থে বা আমানতকারীদের স্বার্থে, বাংলাদেশ ব্যাংক উহার পরিচালক পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসায় সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার (moratorium) আদেশ প্রদান করিবার লক্ষ্যে, অনধিক ৬ (ছয়) মাস সময়ের জন্য সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত মেয়াদ অনধিক আরও ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত কারণে এই অধ্যায়ের বিধান-অনুসরণে বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ বাতিল করিবে এবং প্রশাসক নিযুক্ত করিবে।

(৩) উপধারা (১)-এর অধীন প্রদত্ত, কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এবং শর্তাধীনে, উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসায় স্থগিতকরণ আদেশসহ এই অধ্যায়-এর অধীন গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, আদেশ বা সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবে না এবং অনুরূপ কোনো আদেশ, ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত বা কার্যক্রম-এর বিরুদ্ধে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ-এর সমক্ষে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না বা আইনগত কার্যধারার প্রবর্তন করা যাইবে না বা উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ বা আইনগত কার্যধারা প্রবর্তন করা যাইবে না।

(৪) উপধারা (১)-এর অধীন প্রদত্ত আদেশ বলবৎ থাকাকালীন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আমনতকারী ও জনস্বার্থে ব্যাংক-কোম্পানির বর্তমান ও প্রাক্তন পরিচালকদের অর্থ-সম্পদ ও স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের অর্থ-সম্পদ ও সম্পত্তি অবরুদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করা প্রয়োজন, তাহা হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাহাদের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করিতে পারিবে এবং অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) উপধারা (১)-এর অধীন প্রদত্ত আদেশ, বিধান-অনুযায়ী ব্যতীত বা পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ ব্যতীত, উক্ত আদেশ বলবৎ থাকিবার কারণে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি উহার কোনো আমানতকারীর পাওনা পরিশোধ করিবে না বা কোনো পাওনাদারের প্রতি উহার কোনো দায় পরিশোধ বা দায়িত্ব পালন করিবে না।

৭৭ত। ব্যাংক-কোম্পানির একত্রীকরণ—(১) ধারা ৭৭ণ-এর অধীন প্রদত্ত আদেশ বলবৎ থাকাকালে এবং ধারা ৭৭চ-এর অধীন গঠিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, জনস্বার্থে বা আমানতকারীগণের স্বার্থে বা উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার স্বার্থে বা দেশের সামগ্রিক ব্যাংক-ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার স্বার্থে, উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির পুনর্গঠনের বা অন্য কোনো ব্যাংক কোম্পানি, অতঃপর এই ধারার হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংক বলিয়া উল্লিখিত, ইহার সহিত উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির একত্রীকরণের জন্য স্কিম প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুরূপ স্কিম প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উল্লিখিত স্কিমে সকল বা যে-কোনো বিষয় থাকিতে পারে, যথা :

(ক) পুনর্গঠিত, ব্যাংক-কোম্পানি বা ক্ষেত্রমতো, হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংকের গঠন, নাম, নিবন্ধনকরণ, কার্যধারা, মূলধন, সম্পদ, ক্ষমতা, অধিকার, স্বার্থ, কর্তৃত্ব, দায়, কর্তব্য এবং দায়িত্ব;

(খ) ব্যাংক-কোম্পানির একত্রীকরণের ক্ষেত্রে, স্কিমে নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংকের নিকট উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসায়, সম্পত্তি, সম্পদ এবং দায়-এর হস্তান্তর;

(গ) পুনর্গঠিত ব্যাংক-কোম্পানির বা ক্ষেত্রমতো, হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিবর্তন বা নূতন পরিচালনা পর্ষদ নিয়োগ এবং কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কীভাবে এবং কী শর্তে উক্ত পরিবর্তন করা হইবে সেই বিষয় এবং নূতন পরিচালনা পর্ষদ নিয়োগের ক্ষেত্রে, কোন মেয়াদের জন্য নিয়োগ করা হইবে সেই বিষয়;

(ঘ) মূলধন পরিবর্তনের জন্য এবং পুনর্গঠন বা একত্রীকরণ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে পুনর্গঠিত ব্যাংক-কোম্পানি বা ক্ষেত্রমতো, হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংকের সংঘ-স্মারক সংশোধন;

(ঙ) ধারা ৭৭ণ-এর অধীন প্রদত্ত আদেশের অব্যবহিত পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানি কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে গৃহীত যেসকল পদক্ষেপ বা কার্যধারা অনিষ্পত্তিকৃত ছিল তাহা পুনর্গঠিত, ব্যাংক-কোম্পানির বা ক্ষেত্রমতো, হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংক কর্তৃক অব্যাহত থাকিবার বিষয়;

(চ) জনস্বার্থে অথবা ব্যাংক-কোম্পানির সদস্য, আমানতকারী বা অন্যান্য পাওনাদারগণের স্বার্থে, অথবা ব্যাংক-কোম্পানির ব্যবসায় চালু রাখিবার স্বার্থে, বাংলাদেশ ব্যাংক যেভাবে প্রয়োজন মনে করে সেইভাবে উক্ত সদস্য, আমানতকারী বা পাওনাদারগণের প্রাক্-পুনর্গঠন বা প্রাক্-একত্রীকরণ স্বার্থ বা দাবি হ্রাসকরণ;

(ছ) আমানতকারী এবং অন্যান্য পাওনাদারগণের দাবি পূরণকল্পে—

(অ) ব্যাংক-কোম্পানি পুনর্গঠন করা বা একত্রীকরণের পূর্বে উহাতে বা উহার বিরুদ্ধে তাঁহাদের স্বার্থ বা অধিকার-এর ভিত্তিতে উহা নগদ পরিশোধ; বা

(আ) ব্যাংক-কোম্পানিতে বা উহার বিরুদ্ধে তাহাদের স্বার্থ বা দাবি দফা (চ) অনুযায়ী হ্রাস করা হইয়া থাকিলে, হ্রাসকৃত স্বার্থ বা দাবির ভিত্তিতে উহা নগদ পরিশোধ;

(জ) পুনর্গঠন বা একত্রীকরণের পূর্বে ব্যাংক-কোম্পানিতে সদস্যদের যে পরিমাণ শেয়ার ছিল সেই পরিমাণ শেয়ার, বা দফা (চ) অনুযায়ী হ্রাস করা হইয়া থাকিলে হ্রাসকৃত শেয়ারের ভিত্তিতে প্রদেয় শেয়ার পুনর্গঠিত ব্যাংক-কোম্পানিতে বা ক্ষেত্রমতো, হস্তান্তর-গ্রহীতা-ব্যাংকে উক্ত সদস্যগণকে বরাদ্দকরণ, এবং কোনো সদস্যকে শেয়ার বরাদ্দ করা সম্ভব না হইবার ক্ষেত্রে, তাঁহাদের পূর্ণ দাবি পূরণকল্পে—

(অ) পুনর্গঠন বা একত্রীকরণের পূর্বে ব্যাংক-কোম্পানির শেয়ারে তাঁহাদের বিদ্যমান স্বার্থের ভিত্তিতে উহা নগদ পরিশোধ; বা

(আ) উক্ত স্বার্থ দফা (চ) অনুযায়ী হ্রাস করা হইয়া থাকিলে হ্রাসকৃত স্বার্থের ভিত্তিতে উহা নগদ পরিশোধ;

(ঝ) ধারা ৭৭ণ-এর অধীন প্রদত্ত আদেশের অব্যবহিত পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানির সকল কর্মচারী যে বেতনে ও শর্তাধীনে কর্মরত ছিলেন সেই একই বেতনে ও শর্তাধীনে পুনর্গঠিত ব্যাংক-কোম্পানিতে বা ক্ষেত্রমতো, হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংকে কর্মরত থাকিবার বিষয় :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক-পর্ষদ কর্তৃক এই ধারার অধীন স্কিম অনুমোদনের ৩ (তিন) বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই—

(অ) পুনর্গঠিত ব্যাংক-কোম্পানি উহার কর্মচারীগণের জন্য এইরূপ বেতন ও সুবিধাদি নির্ধারণ করিবে যাহা এইরূপ নির্ধারণের সময় উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির সমতুল্য ব্যাংক-কোম্পানিতে কর্মরত সমমর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারীগণ ভোগ করেন এবং এইরূপ ব্যাংক-কোম্পানির সমতুল্যতা ও কর্মচারীগণের পারস্পরিক সমমর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(আ) হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংক উহার নিজস্ব কর্মচারীগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সহিত তুলনীয় হইলে পূর্বতন ব্যাংক-কোম্পানির কর্মচারীগণের জন্য উহার নিজস্ব সমমর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারীদের সমান বেতন ও সুবিধাদি নির্ধারণ করিবে এবং যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও সমমর্যাদা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ বা দ্বিমত দেখা দিলে বিষয়টি, বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা নির্ধারণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাস সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং এই বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঞ) দফা (জ)-তে যাহাই থাকুক না কেন, স্কিমে যেসকল কর্মচারীর ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকিবে বা যেসকল কর্মচারী, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক-পর্ষদ কর্তৃক স্কিম মঞ্জুর হইবার ১ (এক) মাস সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে যে-কোনো সময়ে পুনর্গঠিত ব্যাংক-কোম্পানি বা হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংকের কর্মচারী হিসাবে বহাল না হইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া নোটিশ প্রদান করিবে, সেই সকল কর্মচারীকে ধারা ৭৭ণ-এর অধীন প্রদত্ত আদেশের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান এতৎসংক্রান্ত বিধি বা ব্যাংক-কোম্পানির সিদ্ধান্ত-অনুসারে প্রদেয় কোনো ক্ষতিপূরণ, পেনশন, আনুতোষিক (Grautity), ভবিষ্যতহবিল এবং অন্যান্য অবসরজনিত সুবিধা প্রদানের বিষয়;

(ট) ব্যাংক-কোম্পানির পুনর্গঠনের বা একত্রীকরণের ব্যাপারে অন্য কোনো শর্ত; এবং

(ঠ) পুনর্গঠন বা একত্রীকরণ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক, আনুষঙ্গিক বা পরিপূরক অন্য কোনো বিষয়।

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক এই ধারার অধীন প্রস্তাবিত একত্রীকরণের ব্যাপারে, তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, আপত্তি বা পরামর্শ প্রদানের আহ্বান জানাইয়া, খসড়া স্কিমের একটি অনুলিপি ব্যাংক-কোম্পানি, হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাংক-কোম্পানির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) উপধারা (৩)-এর অধীন আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত পরামর্শ ও আপত্তি বিবেচনা করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক খসড়া স্কিমে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে পারিবে।

(৫) উপধারা (৩) ও (৪) মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের পর বাংলাদেশ ব্যাংক স্কিমটি অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক-পর্ষদে উপস্থাপন করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক-পর্ষদ, তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকেই, উক্ত স্কিম অনুমোদন করিবে এবং অনুরূপভাবে অনুমোদিত স্কিমটি, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক-পর্ষদ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখ হইতে, কার্যকর হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, স্কিমের বিভিন্ন বিধানের প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন তারিখ নির্ধারিত হইতে পারিবে।

(৬) স্কিম বা উহার কোনো বিধান কার্যকর হইবার তারিখ হইতে নিম্নবর্ণিত সকলেই উহা মানিতে বাধ্য থাকিবে, যথা :

(ক) ব্যাংক-কোম্পানি, হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংক এবং একত্রীকরণের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যাংক-কোম্পানি;

(খ) কোম্পানি বা ব্যাংকের সদস্য, আমানতকারী এবং অন্যান্য পাওনাদার;

(গ) উক্ত কোম্পানি ও ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী;

(ঘ) উক্ত কোম্পানি বা ব্যাংক কর্তৃক রক্ষিত কোনো ভবিষ্যতহবিল বা অন্য কোনো তহবিলের ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত কোনো ট্রাস্টি বা উক্ত কোম্পানি বা ব্যাংকে অধিকার বা দায় রহিয়াছে এমন সকল ব্যক্তি।

(৭) স্কিম কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ব্যাংক-কোম্পানির সকল সম্পত্তি, সম্পদ ও দায় স্কিমে বিধৃত পরিমাণে হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংকে হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে এবং উক্ত সকল সম্পত্তি, সম্পদ ও দায় হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংকের সম্পত্তি, সম্পদ ও দায় বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) স্কিমের বিধান কার্যকর করিতে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক-পর্ষদের অনুমোদনক্রমে, বাংলাদেশ ব্যাংক, আদেশ দ্বারা, উহার নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত, কিন্তু উক্ত বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এমন সব কিছু করিতে পারিবে।

(৯) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক-পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোনো স্কিম বা উপধারা (৮)-এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের অনুলিপি, অনুমোদিত বা প্রদত্ত হইবার পর, সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সংসদে উপস্থাপন করা হইবে।

(১০) এই ধারার অধীন কোনো ব্যাংক-কোম্পানির একত্রীকরণ স্কিম অনুমোদিত হইলে, উক্ত স্কিম বা উহার কোনো বিধানের অধীনে হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংক যে ব্যবসায় অর্জন করে উহা, স্কিমটি বা উহার বিধান কার্যকর হইবার তারিখ হইতে, হস্তান্তর-গ্রহীতা ব্যাংকের কার্যকলাপ যে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেই আইন দ্বারা পরিচালিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত স্কিমকে পূর্ণরূপে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনধিক ৭ (সাত) বৎসরের জন্য উক্ত আইনের কোনো বিধানের প্রয়োগ হইতে উক্ত ব্যবসায়কে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(১১) ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংক-কোম্পানির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়-স্থগিতকরণ (moratorium) আদেশ থাকা সত্ত্বেও, একটি মাত্র স্কিমের দ্বারা উক্ত সকল ব্যাংক-কোম্পানির একত্রীকরণের ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই বাধা হইবে না।

(১২) এই আইনের অন্য কোনো বিধানে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে বা কোনো চুক্তিতে বা অন্য কোনো প্রকার দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধান এবং উহার প্রস্তুতকৃত যে-কোনো স্কিম কার্যকর হইবে।

৭৭থ। স্বতঃপ্রণোদিত একত্রীকরণ বা পুনর্গঠন—ধারা ৭৭ত-এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত, কোনো ব্যাংক-কোম্পানি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত একত্রীভূত হইতে চাহিলে অথবা কোনো ব্যাংক-কোম্পানি নিজের ব্যবসায়ে কিয়দংশ অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হইতে চাহিলে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনক্রমে, এতদ্‌বিষয়ে তৎকর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করিয়া কাঙ্ক্ষিত একত্রীকরণ বা পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

৭৭দ। ব্যাংক-কোম্পানির অন্যান্য পুনর্গঠন (Other Restructuring)—ধারা ৭৭ণ-এর অধীন প্রদত্ত আদেশ বলবৎ থাকাকালে এবং ধারা ৭৭চ-এর অধীন গঠিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সংকটাপন্ন বা দেউলিয়া হইবার অবস্থাসম্পন্ন কোনো ব্যাংক-কোম্পানির পুনর্বাসন বা পুনরুদ্ধার-এর লক্ষ্যে এবং আমানতকারী ও জনস্বার্থে ধারা ৭৭ত-এর অধীন ব্যাংক-কোম্পানির একত্রীকরণ ভিন্ন উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির অন্যান্য পুনর্গঠন প্রয়োজন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক-পর্ষদের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই-সম্পর্কিত প্রণীত নির্দেশনা-অনুযায়ী নিম্নোক্ত যে-কোনো বা সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে :

(ক) উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির সকল অথবা আংশিক সম্পদ ও দায় অন্য কোনো ব্যাংক-কোম্পানির নিকট স্থানান্তর করা এবং উক্ত স্থানান্তরের লক্ষ্যে প্রকাশ্য নিলাম অথবা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে অন্য কোনো ব্যাংক কোম্পানির নিকট স্থানান্তর করিতে পারিবে এবং স্থানান্তরিত হয় নাই এইরূপ অবশিষ্টাংশ হাইকোর্টের মাধ্যমে অবসায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ (Purchase & Assumption);

(খ) বেইল-ইন (bail-in) প্রক্রিয়ায় উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির উপর পাওনাদারদের দাবিকে ইক্যুটিতে রূপান্তর করিয়া মূলধন সরবরাহ করা;

(গ) বিমাকৃত আমানত সম্পূর্ণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া অবশিষ্ট অবিমাকৃত আমানত অন্য কোনো ব্যাংক কোম্পানির নিকট স্থানান্তর করিয়া হাইকোর্টের মাধ্যমে উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির অবসায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) ব্যাংক-কোম্পানির পুনর্গঠনের জন্য অন্যান্য যে-কোনো কার্যক্রম বা পদক্ষেপ;

(ঙ) ব্যাংক-কোম্পানির লাইসেন্স বাতিল; এবং

(চ) হাইকোর্টের মাধ্যমে অবসায়ন।''

৩৬। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ৮৮-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ৮৮-এর—

(ক) উপধারা (৩)-এ উল্লিখিত 'যেক্ষেত্রে সরকার ধারা ৭৭-এর' শব্দগুলির পরিবর্তে 'যেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ধারা ৭৭ত' শব্দগুলি, 'সরকার এইরূপ অভিমত' শব্দগুলির পরিবর্তে 'বাংলাদেশ ব্যাংক এইরূপ অভিমত' শব্দগুলি, 'জেরার জন্য সরকার' শব্দগুলির পরিবর্তে 'জেরার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক' শব্দগুলি, 'তাহা হইলে সরকার এই মর্মে' শব্দগুলির পরিবর্তে 'তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক এই মর্মে' শব্দগুলি এবং 'উক্ত ব্যক্তি সরকারের অনুমতি' শব্দগুলির পরিবর্তে 'উক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপধারা (৪)-এ উল্লিখিত 'ধারা ৭৭' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ধারা ৭৭ত' শব্দগুলি এবং 'একত্রীকরণ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত' শব্দগুলির পরিবর্তে 'একত্রীকরণ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৭। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ১০৯-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ১০৯-এর—

(ক) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত 'দুই লক্ষ টাকা এবং অনধিক বিশ' শব্দগুলির পরিবর্তে 'পাঁচ লক্ষ টাকা এবং অনধিক পঞ্চাশ' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপধারা (২)-এ উল্লিখিত 'কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে' শব্দগুলির পরিবর্তে 'কারাদণ্ডে অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে' শব্দগুলি এবং কমা (,) প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপধারা (৩)-এ উল্লিখিত ‘এক লক্ষ টাকা এবং অনধিক দশ’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘পাঁচ লক্ষ টাকা এবং অনধিক বিশ’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপধারা (৪)-এ উল্লিখিত ‘তিনি’ শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং ‘এই অসম্মতির জন্য’ শব্দগুলির পর ‘তাহার উপর’ শব্দগুলি, ‘দশ হাজার টাকা এবং অনধিক এক’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘বিশ হাজার টাকা এবং অনধিক পাঁচ’ শব্দগুলি ও ‘পাঁচশত টাকা এবং অনধিক পাঁচ’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘এক’ শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপধারা (৫)-এ উল্লিখিত ‘তিনি’ শব্দটির পরিবর্তে ‘তাহাদের উপর’ শব্দগুলি, ‘জামানতের’ শব্দটির পরিবর্তে ‘আমানতের’ শব্দটি এবং ‘আরোপিত হইবেন’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘আরোপিত হইবে’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) উপধারা (৬)-এ উল্লিখিত ‘ধারা ৭৭(৭)’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘ধারা ৭৭ত’, ‘তিনি’ শব্দটির পরিবর্তে ‘তাহার উপর’ শব্দগুলি, ‘দশ হাজার টাকা এবং অনধিক এক’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘বিশ হাজার টাকা এবং অনধিক পাঁচ’ শব্দগুলি, ‘পাঁচশত টাকা এবং অনধিক পাঁচ’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘এক’ শব্দটি এবং ‘আরোপিত হইবেন’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘আরোপিত হইবে’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ছ) উপধারা (৭)-এ উল্লিখিত ‘তিনি’ শব্দটির পরিবর্তে ‘তাহার উপর’ শব্দগুলি, ‘দশ হাজার টাকা এবং অনধিক এক’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘বিশ হাজার টাকা এবং অনধিক দুই’ শব্দগুলি, ‘পাঁচশত টাকা এবং অনধিক পাঁচ’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘এক’ শব্দটি এবং ‘আরোপিত হইবেন’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘আরোপিত হইবে’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(জ) উপধারা (১১)-এ উল্লিখিত ‘উক্ত ব্যাংক-কোম্পানি’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘উক্ত ব্যাংক-কোম্পানির উপর’ শব্দগুলি ও ‘পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং অনধিক দশ’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘তিন লক্ষ টাকা এবং অনধিক ত্রিশ’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৮। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের ধারা ১১৮-এর সংশোধন—উক্ত আইনের ধারা ১১৮-এ উল্লিখিত ‘এবং ৭৭’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘৭৭ত, ৭৭থ এবং ৭৭দ’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৯। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ নং আইনের প্রথম তপশিল-এর সংশোধন—উক্ত আইনের প্রথম তপশিল-এর (খ)-এ উল্লিখিত সাধারণ নির্দেশনার ২২ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত 'বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক ও একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় আর্থিক বিবরণী প্রচার করিতে হইবে।' শব্দগুলি ও দাড়ি (।) বিলুপ্ত হইবে, 'ওয়েবসাইটেও এই' শব্দটির পরিবর্তে 'ওয়েবসাইটে সহজে দৃশ্যমান স্থানে এবং একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় আর্থিক' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।